W.B. HUMAN RIGHTS
COMMISSION
KOLKATA-27

File No. 63 /WBHRC/SMC/2018

Dated: 04. 06. 2018

Enclosed is the news clipping appeared in the ' Ananda Bazar Patrika,' a Bengali daily dated 03. 06.2018, the news item is captioned ' জেলে বসেই তোলাবাজি বন্দির'

DG-Correctional Services, West Bengal is directed to enquire into the matter and to submit a report by 12th July, 2018.

(Justice Girish Chandra Gupta)
Chairperson

(Naparajit Mukherjee)
Member

(M.S. Dwivedy)
Member

জেলে বসেই তোলাবাজি বন্দির

নিজস্ব সংবাদদাতা

আট মাসের ব্যবধানে দ্বিতীয় বার। ফের জেলে বসে প্রোমোটারকে টাকা চেয়ে হুমকি-ফোন খুনের আসামির। যার জেরে শনিবার দমদম জেলের বন্দি বাপি রমনকে তিন দিনের জন্য পুলিশি হেফাজতে নিল বাগুইআটি থানার পুলিশ। সেই সঙ্গে গ্রেফতার করা হয়েছে বিশ্বজিৎ দাস ওরফে টুনকো নামে এক দুষ্কৃতীকে।

পুলিশ সূত্রের খবর, সপ্তাহখানেক আগে কেষ্টপুরের বাসিন্দা দুই প্রোমোটার, সুজয় দাস ও সুমন বন্দ্যোপাধ্যায়কে টাকা চেয়ে দু'-তিন বার ফোন করেছিল বাপি। গত ২৪ মে এ নিয়ে বাগুইআটি থানায় অভিযোগও দায়ের হয়। তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, তোলার টাকা কারা গন্তব্যে পৌঁছে দেবে, তা-ও জেলে বসে ঠিক করে ফেলেছিল বাপি।

দু'বছর আগে একটি স্কুলের কাছে সঞ্জয় রায় ওরফে বুড়োকে গুলি করে, কুপিয়ে খুন করেছিল দুষ্কৃতীরা। নিহত সঞ্জয় স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের মন্ত্রী পূর্ণেন্দু বসুর 'ঘনিষ্ঠ' বলে পরিচিত ছিলেন। ওই হত্যাকাণ্ডে অন্যতম অভিযুক্ত বাপি রমন। জগৎপুরের ব্যস্ত রাস্তায় সকাল সাড়ে ৯টা নাগাদ যে ভাবে বাইকে ধাওয়া করে সঞ্জয়কে খুন করা হয়েছিল, তা ভেবে এখনও শিউরে ওঠেন বাগুইআটির বাসিন্দারা। স্বাভাবিক ভাবেই বাপির হুমকি-ফোনের খবরে আতঙ্কিত ওই দুই প্রোমোটার। স্থানীয় ব্যবসায়ী মহলের বক্তব্য, সেপ্টেম্বরে কেষ্টপুরের এক প্রোমোটার বাপিকে টাকা দিতে না চাওয়ায় পালবাগানে তাঁর দোকানের সামনে বোমা পড়েছিল। বাপিকে তখনও হেফাজতে নিয়েছিল পুলিশ। তাকে জেরা করে অপু সর্দার, বাবু সর্দার ওরফে কালীরাম, রাজা হরিণ, বাপি মজুমদার, রঞ্জিত বিশ্বাস, বিশ্বজিৎ দাস ওরফে টুনকো ও ধনঞ্জয় বসাককে ধরা হয়। এ বারের হুমকি-ফোনেও টুনকো যুক্ত বলে মনে করছে পুলিশ।

বিধাননগর সিটি পুলিশ সূত্রের খবর, বাগুইআটি এলাকায় এমন অনেক প্রোমোটার বা ব্যবসায়ী রয়েছেন, যাঁরা জেলবন্দি বাপির ফোন পেয়ে কথা না বাড়িয়ে দাবি মিটিয়ে দিয়েছেন। শুধু কি তা-ই? বুড়োর খুনে বিধাননগর পুরসভার মেয়র পারিষদ তথা ২২ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর বীরেন বিশ্বাসের ছেলে বাবাই বিশ্বাসের জেল হয়। পুলিশ সূত্রের খবর, বাবার কাছ থেকে টাকা আনতে বলে বাপি বাবাইকে জেলে মারধর করে। টাকা না আনলে জেলের মধ্যেই বাবাইকে প্রাণে মারার হুমকি দেওয়া হয়। এর পরেই দমদম জেল থেকে বাবাইকে আলিপুর জেলে সরানো হয়। ব্যবসায়ী মহলের একাংশের প্রশ্ন, জেলবন্দি হয়েও কী ভাবে সক্রিয় কুখ্যাত দুষ্কৃতী?

পুলিশ সূত্রের খবর, জেল থেকে মোবাইলের সিম বদলে হুমকি-ফোন করে বাপি। টাকা চাওয়ার দু'ধরনের পদ্ধতি আছে। এক) সরাসরি হুমকি। তাতে কাজ না হলে বোমাবাজি। দুই) অনুরোধের সুরে বিপদ, অসুবিধার কথা বলে টাকা চাওয়া হয়। অনুরোধ না রাখলে কী হবে, তা হাবেভাবে বুঝিয়ে দেওয়া হয়। এলাকার কিছু বেকার ছেলেকে এই কাজে লাগানো হয়। আবার কথামতো ব্যবসায়ীর কাছ থেকে টাকা তোলার কাজে রাজি না হলে হুমকিও দেওয়া হয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের একাংশের বক্তব্য, এত নিপুণ ভাবে তোলাবাজির চক্র সক্রিয় থাকলে জেলবন্দি থাকার অর্থ কী?

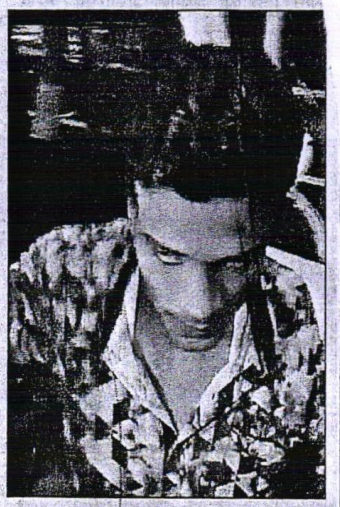

■ বাপি রমন। *নিজস্ব চিত্র*